যুগান্তর

# মিঠাপুকুরে শিক্ষার্থীশূন্য মহিলা টেকনিক্যাল কলেজ এমপিওভুক্ত

প্রকাশ : ২৮ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

রংপুর ব্যুরো

প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। নেই কোনো ভালো অবকাঠামো-শ্রেণিকক্ষ। পরিচালনা পরিষদের স্বামী-স্ত্রীসহ প্রায় সবাই একই পরিবারের লোকজন। নিয়মিত পাঠদান হয় না। তবুও এমপিওভুক্তি হয়েছে মিঠাপুকুরের ডা. এমআর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ।

সরেজমিন ঘুরে ও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা হয় ২০১১ সালে। সেখানে নে শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চ ও চেয়ার। কবে নাগাদ শেষ পাঠদান হয়েছে কলেজে তাও কেউ জানে না। বলা চলে একদিনও পাঠদান হয়নি কলেজটিতে। শুধু কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করে রেখেছেন প্রায় ৫ বছর আগে। কলেজটি অধ্যক্ষ ফারহানা আক্তার মুক্তি এবং গভর্নিংবডির সভাপতি মোকছেদুর রহমান আরিফ। তারা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। এছাড়াও ২০ মিটার দূরে রয়েছে গোপালপুর বিএম কলেজ নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান। ওই কলেজের অধ্যক্ষও মোকছেদুর রহমান আরিফ। এ দুটি টেকনিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। কাগজে-কলমে দুটি প্রতিষ্ঠান চালু থাকলেও বাস্তবে শিক্ষার্থী রয়েছে গোপালপুর বিএম কলেজে। এ শিক্ষার্থী দিয়ে ডা. এমআর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজটি চালু দেখিয়ে এমপিও তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গোপালপুর বিএম কলেজ ও ডা. এমআর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ দুটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মোকছেদুর রহমান আরিফ।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির ভোকেশনাল শাখায় কম্পিউটার, এগ্রোবেজ ফুড, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ও পোলট্রি ট্রেডে ৩৫ জন করে মোট শিক্ষার্থী রয়েছে ১৪০ জন। এছাড়াও বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিএম) শাখায় হিসাববিজ্ঞানে ১৫০ এবং কম্পিউটার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখায় ২০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একজন শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি সরেজমিন।

রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় সরেজমিন ডা. এমআর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে গিয়ে দেখা গেছে, কলেজে কোনো শিক্ষার্থী নেই। নেই চেয়ার ও বেঞ্চ। মাঠে ময়লা পরিষ্কার করছিলের কলেজের দফতরি রেজাউল ইসলাম। তিনি বলেন, এখন হতে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হবে, তাই পরিষ্কার-পরিছন্ন করা হচ্ছে। খবর পেয়ে কলেজে ছুটে আসেন শিক্ষক আরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের কলেজে নিয়মিত পাঠদান করা হয়। এমপিও হওয়ায় নতুন উদ্যমে পাঠদান শুরু হবে বলে জানান তিনি।

মিঠাপুকুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহেদুল ইসলাম বলেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে মন্ত্রণালয়। আমি মাঠপর্যায়ে ছোট কর্মচারী, কিভাবে এমপিও হল আমি বলতে পারছি না। গোপালপুর বিএম কলেজের অধ্যক্ষ ও ডা. এমআর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সভাপতি মোকছেদুর রহমান আরিফ বলেন, এবারে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত হয়েছে, বুঝতে হবে সেগুলোর অবশ্যই কোয়ালিটি রয়েছে।

---

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।